দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 22/2/2010
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ .....

সারা বিশ্বের মাতৃভাষার গবেষণা হবে এখানে

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে শুধু বাংলা নয়, সারাবিশ্বে যত মাতৃভাষা আছে সবগুলোর চর্চা, গবেষণা ও সংরক্ষণ করা হবে। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম দ্রুত শুরুর লক্ষ্যে শিগগিরই আইন প্রণয়ন করা হবে বলে তিনি ঘোষণা দেন। ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরুতে দেরি হওয়ার জন্য বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের গড়িমসিকে দায়ী করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা মাতৃভাষার মর্যাদা দেয় না, নিজস্ব সংস্কৃতির মর্যাদা দেয় না, তারা খাঁটি বাঙালি কি-না, বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাসী কি না, সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। তা না হলে এমন মহৎ একটা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়া হলো কেন?

গতকাল রবিবার প্রধানমন্ত্রী সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবন উদ্বোধনের পর প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

সারা বিশ্বে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমি তাদের (চারদলীয় জোট সরকার) সাধুবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই এ জন্য যে তারা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজ যথাসময়ে শেষ করেননি। তারা যদি তা যথাসময়ে শেষ করতেন তবে তাদেরই উদ্বোধন করতেন, আমার আর উদ্বোধন করা হতো না।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবন ঘিরে সাংস্কৃতিক বলয় গড়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিল্পকলা একাডেমি, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও সেখানে স্থাপিত বিজয়স্তম্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা ইনস্টিটিউট, শিখা চিরন্তন, বাংলা একাডেমী এসব মিলিয়ে এ এলাকাটাকে একটি [illegible]তিক বলয় হিসাবে গড়ে তোলার ইচ্ছা রয়েছে।

ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখানে ভাষার চর্চা, [illegible] সংগ্রহশালা হবে, বিভিন্ন ভাষার উপাদানগুলো সংগ্রহ করা হবে, গবেষণাও হবে। এ ইনস্টিটিউটে শুধু বাংলা নয়, সারা পৃথিবীর যত মাতৃভাষা আছে সবগুলোর চর্চা হবে। তিনি বলেন, এখানে পৃথিবীর সব ভাষার উপাদান ডাটাবেইজে সংরক্ষিত থাকবে, অডিও ভিজুয়াল পদ্ধতিতে বিলুপ্ত বা প্রায় বিলুপ্ত ভাষাসমূহকে দৃশ্যমান করা হবে। এখানে ভাষার ওপর লিখিত যাবতীয় বই, ব্যাকরণসমৃদ্ধ একটি বিশ্বমানের লাইব্রেরি থাকবে। ভাষা নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের সাংগঠনিক ভাষা করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে আমরা সার্বিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণাকালীন সময়ে যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রচেষ্টায় উদ্যোগ নেয়ার জন্য তিনি কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালামের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের মূল নকশা অনুযায়ী তা আরো সুন্দর করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

তিনি বলেন, এ ইনস্টিটিউটের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শিগগিরই শুরু হবে। এজন্য ৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও শিক্ষা [illegible] বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য, বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ, শিল্পপতি, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, ৫৮ বছর আগে ঠিক এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলাম। যারা মাতৃভাষার জন্য এই দিনে প্রাণ দিয়েছে তাদের আত্মত্যাগ দেখেছি। এই ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনের মাধ্যমে তাদের স্বপ্ন পূরণ হলো। তিনি বলেন, বিশ্বে ৭ হাজারের মতো ভাষা আছে। এগুলোর তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। এ ইনস্টিটিউট যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সে ব্যবস্থা রাখার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমি ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চেয়েও এ প্রতিষ্ঠানটিকে বেশি স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। যাতে এ প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনভাবে ভাষা নিয়ে কাজ করতে পারে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেবে। বিশ্বের সকল দেশের ও জাতির মাতৃভাষা চর্চা, গবেষণা, উন্নয়ন, সংরক্ষণের বৃহত্তর লক্ষ্যে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাঙালী জাতির অহংকার শহীদ দিবস দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১৫ মার্চ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে ইনস্টিটিউটের ভিত্তিস্থাপন করেন। ইনস্টিটিউট নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে। চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে তা আর এগোয়নি।

এক দশমিক তিন একর জমিতে নির্মিত ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণে একটি প্রকল্পের আওতায় (২০০১ সালে) প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ধরা হয় ১৯ কোটি ৪৯ লাখ। সে অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে ভবনটি ১২ তলা ভিতের ওপর পাঁচতলা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরে নির্মাণ ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় আপাতত তিনতলা পর্যন্ত নির্মাণ হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১৭ কোটি টাকা।